শিমু ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার

স্বাগতম

থিউরী ক্লাস -৪

বাংলাদেশের কিছু দূর্ঘটনা

দূর্ঘটনার কারণ এবং ঝুকিঁ বিশ্লেষন

আমাদের রাজধানী ঢাকা শহর!

- আয়তন – ১৪৬৩.৬০ বর্গকিলোমিটার (৫৬৫ বর্গমাইল)
- জনসংখ্যা - ১ কোটি ২ লক্ষ (জনশুমারি ২০২২)
- জনসংখ্যার ঘনত্ব – প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২৩ হাজার লোক বসবাস করে।
- যানবাহনের সংখ্যা – ১১ লক্ষ ৪০ হাজার ৩০৯ টি (বিভিন্ন প্রকার যানবাহন)
- সড়ক – আদর্শ নগরীর তুলনায় ৭.৭ শতাংশ (আদর্শ নগরীর ২৫ শতাংশ)

বিশ্বের বাসযোগ্য শহরের তালিকায় ১৭৭ টি শহরের মধ্যে ঢাকা ১৬৬ তম অবস্থায় আছে।

তাই ঢাকা শহরে নিরাপদে সুন্দর ভাবে গাড়ী চালাতে হলে ২ টি জিনিস শত ভাগ ঠিক থাকতে হবে ।

- এটেনশন (মনোযোগ)
- ফোকাস (দৃষ্টিশক্তি)

WHICH CAT IS DIFFERENT FROM THE REST?
BRIGHT SIDE

for this test:

count how many

red cards are

in the deck

এটেনশন টেষ্ট

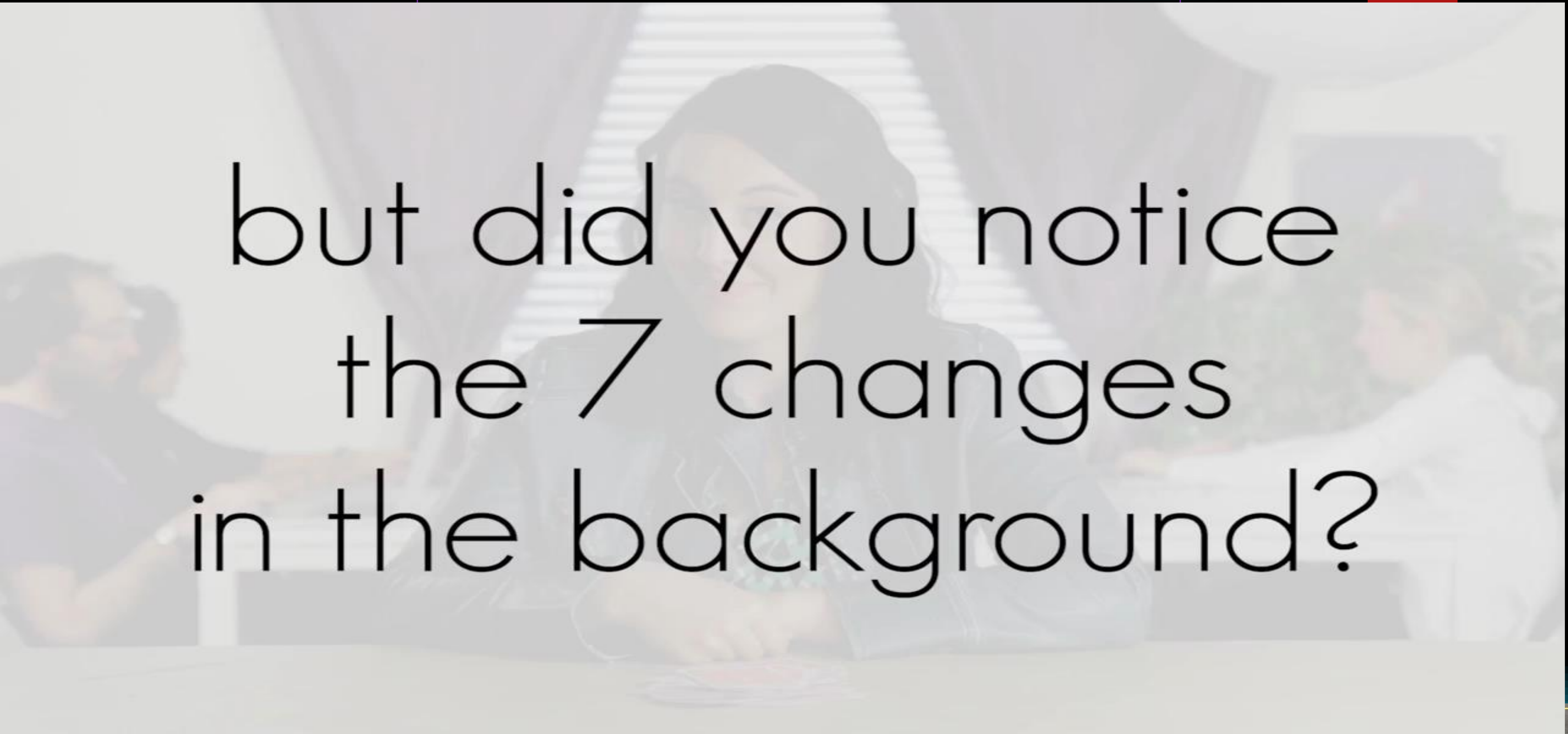

সড়কপথে বিভিন্ন সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদসমূহ

সড়কপথে বিভিন্ন সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদসমূহ

সড়কপথে বিভিন্ন সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদসমূহ

সড়কপথে বিভিন্ন সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদসমূহ

গাড়ি চালনায় ৬ টি ঝুঁকি বা বিপদ

গাড়ির চালক
(Driver)

রাস্তায় চলাচলরত (Traffic)
যানবাহন এবং লোকজন

মোটরযান / গাড়ি (Vehicle)

আলো
(Light)

রাস্তা (Road)

আবহাওয়া (Weather)

সড়কপথে বিভিন্ন সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদসমূহ

স্মার্ট ড্রাইভিং এবং এর কৌশল

পরিবেশবান্ধব ড্রাইভিং

ইকোনোমিক ড্রাইভিং

স্মার্ট ড্রাইভিং

স্মার্ট ড্রাইভিং কেনো গুরুত্বপূর্ণঃ

কম জ্বালানীতে অধিক মাইলেজ

ক্ষতিকর কার্বন গ্যাস নিয়ন্ত্রন

বায়ু এবং শব্দ দূষন নিয়ন্ত্রন

নিরাপদে গাড়ি চালানো

সর্বোপরি একজন দক্ষ চালক হওয়া

স্মার্ট ড্রাইভিং এর কৌশলঃ

ঘন ঘন হুট করে ব্রেক না করা

ধীরে সুস্থ্যে এক্সেলারেট ব্যবহার করা

নির্ধারীত গতিতে গাড়ি চালানো

অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই না করা

অপ্রয়োজনে হর্ণ না বাজানো

সংক্ষিপ্ত এবং নিরাপদ পথ বেছে নেয়া

৩০ সেকেন্ডের বেশী গাড়ি দাড়িয়ে থাকার সম্ভাবনা থাকলে ইঞ্জিন বন্ধ রাখা

নির্ধারীত সময়ে সার্ভিসিং করা

ড্রাইভার কেবিন সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দূর্গন্ধমুক্ত রাখা

হাইব্রিড গাড়ি

হাইব্রিড গাড়ি কাকে বলে?

হাইব্রিড গাড়ি হলো এমন গাড়ি,যা জ্বালানী তেল এবং বিদ্যুৎ উভয় শক্তিতেই সমান ভাবে চলতে পারে। হাইব্রিড গাড়িতে প্রাথমিক শক্তি হিসেবে কাজ করে ব্যাটারি এবং দ্বিতীয় শক্তি হিসেবে কাজ করে জ্বালানী ।

তাই হাইব্রিড গাড়ি দুই ধরনের শক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

হাইব্রিড গাড়ি কিভাবে কাজ করে?

হাইব্রিড গাড়িতে জ্বালানি হিসেবে তেল ব্যাবহার করা হয় এবং বিকল্প শক্তি হিসেবে ব্যাটারির বিদ্যুৎ শক্তিও ব্যাবহার হয়,তাই এতে করে গাড়ি নিজ প্রয়োজন অনুসারে সয়ংক্রিয়ভাবে শক্তির উৎস পরিবর্তন করতে পারে। আর এই পুরো কাজটি সম্পাদন করতে সহায়তা করে পিসিইউ বা পাওয়ার কন্ট্রোল ইউনিট নামক গাড়িতে বিদ্যামান থাকা এক অত্যাধুনিক যন্ত্র।

হাইব্রিড গাড়িতে মূলত নিকেল মেটাল অথবা আয়ন হাইব্রিড ব্যাটারি ব্যাবহৃত হয় যা ইঞ্জিন পরিত্যক্ত কর্মশক্তি ও রিজেনারেটিভ ব্রেকিংয়ের মাধ্যমে চার্জ হয়।

সহজ ভাবে বলতে গেলে ইঞ্জিনের অপচয়কৃত কর্মশক্তি ইলেকট্রিসিটিতে রুপান্তরিত হয়ে ব্যাটারিতে জমা হয় এবং পরবর্তীতে ব্যাটারিতে জমে থাকা শক্তির মাধ্যামেই গাড়ি পরিচালিত হয়।

হাইব্রিড গাড়ির প্রকারভেদ?

হাইব্রিড গাড়ি সাধারনত তিন ভাবে চলতে পারে।

১.সিরিজ হাইব্রিড (ইঞ্জিন চলবে,ব্যাটারী বন্ধ থাকবে)

২.প্যারালাল হাইব্রিড(ব্যাটারি চলবে,ইঞ্জিন বন্ধ থাকবে)

৩.সিরিজ প্যারালাল হাইব্রিড (ইঞ্জিন ও ব্যাটারি উভয় শক্তির সমন্বয়ে চলবে)

হাইব্রিড গাড়ির সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
জ্বালানী সাশ্রয়ী	দক্ষ চালকের অভাব
পরিবেশবান্ধব	মেরামতের খরছ বেশি
অটোমেটিক প্রযুক্তি	প্রযুক্তির অপব্যাবহার
কম খরছে অধিক মাইলেজ	ব্যাটারি নষ্ট হলে বাড়বে বিপদ
খরছ কম,টিকে বেশি	

ধন্যাবাদ